পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

'মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।'

—হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ২৯শ বর্ষ : ৪ঠা সংখ্যা

১৬ই আষাঢ়, ১৩৮২ বাংলা : ৩০ শে জুন, ১৯৭৫ ইং : ১৯ শে জমাঃ সানি, ১৩৯৫ হিঃ কাঃ

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫··· টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

২৯শ বর্ষ
৪ঠা সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
০ সূরা আল-কওসার-এর সংক্ষিপ্ত তফসীর	মুলঃ হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ ও সংকলনঃ মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১
০ হাদিস : অসুস্থ ব্যক্তির সাক্ষাৎ ও শশ্রূষা	অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৪
০ অমৃতবানী : "তাঁহার হস্তই প্রবল"	হযরত মসিহ্ নওউদ (আইঃ)	৫
০ জুমার খোৎবা	হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ)	৬
০ সংবাদ :		১৬

- ০ হুজুরের স্বাস্থ্য
- ০ পাকিস্তানে জামাতের উপর নূতন কয়েকটি অত্যাচারের ঘটনা
- ০ শাখা-জামাত সমূহের প্রেসিডেন্ট সম্মেলন অনুষ্ঠিত
- ০ খেলাফত দিবস উদযাপিত
- ০ লাজনা ইমাউল্লাহ্‌র বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত
- ০ চাঁদার বাজেট প্রণয়নের নিয়মাবলী

শুভ বিবাহ

(১) বিগত ২২শে জুন রবিবার ৪নং বকশী বাজার রোডস্থ দারুত তবলীগ মসজিদে চিটাগাং নিবাসী জনাব আহমদুর রহমান সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র জনাব মুবাশশেরুর রহমানের সহিত তেজগাঁও নিবাসী জনাব ভিজির আলী সাহেবের দ্বিতীয়া কন্যা মুসাম্মাৎ লায়লা নার্গিসের দুই হাজার টাকা দেন-মোহর ধার্যে শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হয়। উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত দেন-মোহর জনাব মুবাশশেরুর রহমানের ছাত্র হিসাবে বর্তমান পকেট খরচের অনুপাতে আপাততঃ ধার্য করা হইয়াছে। যখন তিনি নিজে উপার্জনক্ষম হইবেন, তখন তাঁহার উপার্জন অনুপাতে পূর্ণ দেন-মোহর পূণর্নির্ধারিত হইবে। (এতদ্বিষয়ে সূরা বকারার ২৩৭ আয়াত দ্রষ্টব্য)

(২) উক্ত একই তারিখে জতিন্দ্রনগর (সুন্দরবন) নিবাসী মরহুম দবিরুদ্দিন সরদারের পুত্র জনাব আবদুস সাত্তারের সহিত কাফুরা (রাজশাহী) নিবাসী জনাব মোঃ আসির উদ্দীন সাহেবের কন্যা মুসাম্মাৎ আলেয়া খাতুনের এক হাজার টাকা দেন-মোহর ধার্যে শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হয়।

(৩) উক্ত একই তারিখে কৈগাড়ী কৃষ্ণপুর (রাজশাহী) নিবাসী মোঃ জমীর উদ্দীন আহমদ সাহেবের পুত্র জনাব মোঃ আজিজুল ইসলামের সহিত উথলি (কুষ্টিয়া) নিবাসী জনাব মোঃ আবদুল গফুর সাহেবের কন্যা মুসাম্মাৎ মরিয়ম খানমের দুই হাজার টাকা দেন মোহর ধার্যে শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হয়।

বিবাহের খোৎবা সদর মুরুব্বী মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব পাঠ করেন। আল্লাহতায়ালা উল্লিখিত বিবাহ সমূহকে সর্বোতঃ ভাবে বাবরকত করুন। আমীন।

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্য্যায়ের ২৯শ বর্ষ : ৪ঠা সংখ্যা :

১৬ই আষাঢ় ১৩৮২বাং : ৩০শে জুন, ১৯৭৫ইং : ৩০শে এহসান, ১৩৫৪ হিজরী শামসী :

সুরা আল-কওসার

সংক্ষিপ্ত তফ্‌সীর

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৭)

[হযরত মুসলেহ মওউদ খলিফাতুল মসিহ সানী (রাঃ) প্রণীত 'তফসীরে কবীর' হইতে সংক্ষেপিত ও অনুদিত]

—মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

'কওসার' শব্দের অর্থ, জান্নাতে অবস্থিত একটি নহর এবং প্রত্যেক জিনিসের (বা কল্যাণের) আধিক্য। ইহার আরও একটি অর্থ হইল—الرجل الكثير العطاء والخير অর্থাৎ, অত্যন্ত দানশীল এবং মহা কল্যাণের অধিকারী ব্যক্তি। (আল-মুফরাদাত ইমাম রাগেব ইসফাহানী, আকরাবুল মওয়ারেদ, তাজুল উরুস ইত্যাদি আরবী অভিধান গ্রন্থাদি)। এই তৃতীয় অর্থটিও প্রসিদ্ধ তফসীর এবং আরবী অভিধান সমূহে সমানভাবে স্বীকৃত।

উক্ত অর্থ অনুযায়ী انا اعطينا ك الكوثر —আয়াতের অর্থ হইবে এই যে, হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর উম্মতের মধ্য হইতে এমন এক ব্যক্তি সৃষ্টি হইবেন, যিনি চরম দানশীলতা এবং কল্যাণের অধিকারী হইবেন এবং তিনি তাঁহার (সাঃ) গোলাম তথা আধ্যাত্মিক পুত্র হইবেন। কেননা انا اعطينا ك الكوثر (আমরা তোমাকে কওসার দান করিলাম) এর মধ্যে উল্লিখিত দান করার কথার দ্বারা ইহা প্রতীয়মান হইতেছে যে, যে ব্যক্তিকে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে দান করা হইবে সে তাঁহার গোলাম বা আধ্যাত্মিক পুত্র হইবে, কেননা কাহারও নিকট দানকৃত ব্যক্তি তাহার গোলাম বা পূর্ণ অনুগত পুত্র হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত এই কওসার দানের পরিপ্রেক্ষিতে

এই বলিয়া দোয়া এবং কোরবানী করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, فصل لربك وانحر অর্থাৎ, "সুতরাং তুমি তোমার রবের উদ্দেশ্যে দোয়া কর এবং কুরবানী দাও"। ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী সন্তানের জন্মের উপলক্ষে কুরবানী (আকীকা) এবং দোয়া করা হয়। এতদ্ব্যতীত, যেহেতু সুরা আহযাবে ما كان محمد ابا احد من رجالكم —আয়াত অনুযায়ী রসুলে করীম (সাঃ আঃ)-এর ঔরশযাত দৈহিক পুত্র সন্তান নাই এবং হইতে পারে না বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, সেই জন্য আলোচ্য আয়াতে রসুল করীম (সাঃ)-কে একজন গোলাম অর্থাৎ আধ্যাত্মিক পুত্র দানের কথাই বলা হইয়াছে। সেই প্রতি-শ্রুত ব্যক্তি শুধু তাঁহার গোলাম বা খাদেম হইবে না বরং তাঁহার একান্ত অনুগত আধ্যাত্মিক পুত্র হইবে। সুতরাং আল্লাহ-তায়ালা ইহার দিকে ইঙ্গিত করার জন্য দোয়া এবং কুরবানীর নির্দেশ দান করিয়াছেন, যাহা পুত্রের জন্মের উপর আকীকাতে করা হয়। "ফাসাল্লে লে রাব্বেকা ওয়ানহার"-এর মধ্যে এই নির্দেশ দান করা হইয়াছে যে, মহাদান স্বরূপ তোমার সেই একান্ত অনুগত আধ্যাত্মিক পুত্রের আগমনে আল্লাহতায়ালার শুকরিয়া স্বরূপ দোয়া এবং কুরবানী পেশ কর।

আলোচ্য আয়াতের মধ্যে সেই সকল ব্যক্তির ধারনা রদ করা হইয়াছে যাহারা বলে যে, আখেরী জমানায় ইসলামের ঘোর দুর্যোগের সময়ে উম্মতে মোহাম্মদীয়ার এসলাহ্ ও সংশোধন এবং শত্রুদের আক্রমণ হইতে প্রতিরোধ ও হেফাজতের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তির আগমনের ওয়াদা রহিয়াছে তিনি এই উম্মতের মধ্য হইতে হইবেন না বরং বাহির হইতে মুসা আঃ-এর উম্মতের নবী হযরত ঈসা (আঃ) অবতীর্ণ হইবেন। তাহাই যদি সত্য হইত, তাহা হইলে "ইন্না আ'তাইনা কাল কওসার" না বলিয়া "ইন্না আ'তাইনা মুসাল কওসার' বলা সমীচীন হইত। কেননা হযরত ঈসা (আঃ) হযরত মুসা (আঃ)-কে দান করা হইয়াছিল, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ আঃ)-কে দান করা হয় নাই। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা বলিতেছেন যে, 'আমরা তোমাকে কওসার দান করিলাম, সুতরাং তুমি দোয়া কর এবং আকীকা ও কুরবানী দান কর।' এতদ্বারা স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, কওসার বলিতে উহার তৃতীয় অর্থ অনুযায়ী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিক পুত্রকে বুঝাইতেছে, কেননা আকীকা ও কুরবানী এবং দোয়া নিজের পুত্রের জন্মের উপলক্ষে করা হয়, অন্য কাহারও পুত্রের আগমন উপলক্ষে করা হয় না।

হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর রসুল হিসাবে দুইটি নামের মধ্যে একটি নাম ছিল আহ্মদ। এখনে "ইন্না আ'তাইনা কা"-এর মধ্যে 'কা'-শব্দের স্থলে আহ্মদ শব্দ রাখিলে

অর্থ হইবে "আমরা আহ্‌মদকে দান করিলাম" এবং যেহেতু দানকৃত বস্তু গোলাম স্বরূপ হইয়া থাকে, সেইহেতু অন্য কথায়, আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন যে, এখন গোলামে আহ্‌মদ (আহ্‌মদের গোলাম) জগতে আগমণ করিবেন, যিনি অত্যন্ত দানশীলতা ও কল্যাণের অধিকারী হইবেন। হযরত নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছিলেন যে, সালমান (ফার্সী) আমার পরিবার ভুক্ত। যখন ঈমান সুরাইয়াতে (সপ্তর্ষী মণ্ডলীতে) চলিয়া যাইবে, জগৎ ঈমাম শূন্য এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে, তখন তাহার (সালমান ফার্সীর) বংশের এক ব্যক্তি উহা জগতে ফিরাইয়া আনিবে। (বোখারী) ইহা সুস্পষ্ট যে, এখানেও অধ্যাত্মিক পুত্রের দিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছিল। কেননা হযরত সলমান (রাঃ) পারশ্য বংশীয় ছিলেন।

আলচ্য আয়াতে উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বানী প্রতিশ্রুত মসিহ, যিনি বিভিন্ন হাদিস অনুযায়ী মাহদীও হইবেন এবং উম্মতের মধ্য হইতেই এই উম্মতের ইমাম হইবেন তিনি ব্যতীত অন্য কাহারও উপর প্রযুজ্য হইতে পারে না। হযরত নবী করীম (সাঃ) আখেরী জমানায় ইসলামের জন্য ঘোর দুর্দিন এবং বড়ই কঠিন বিপদ সম্বন্ধে এবং তৎসঙ্গেই উহার প্রতিকারস্বরূপ মসিহ ও মাহদির আগমনের সুসংবাদ দিয়াছিলেন, যাহার নিকট তাঁহার পক্ষ হইতে সালাম পেঁাছাইবার নির্দ্দেশের মাধ্যমে তাহার জন্য দোয়া করিয়াছেন এবং যাহার আগমনের গুরুত্ব বুঝাইবার জন্য এতখানি বলিয়াছেন :

كيف تهلك امتى انا فى اولها والمسيح فى اخرها

অর্থাৎ সেই উম্মত কিতাবে ধ্বংস হইতে পারে, যাহার প্রথম ভাগে আমি আছি এবং শেষভাগে মসিহ হইবেন। (ইবনে-মাজা) সুতরাং আলোচ্য আয়াতে প্রতিশ্রুত কওসার তথা অত্যন্ত দানশীল ও কল্যাণের অধিকারী ব্যক্তি বলিতে উম্মতে শেষযুগে আগমনকারী মসিহ ও মহদি (আঃ) ছাড়া অন্য কেহ হইতে পারে না। তাঁহার সম্বন্ধে বোখারী শরীফের হাদীসে ইহাও বর্ণিতে হইয়াছে :

يفيض المال حتى لا يقبله احد

অর্থাৎ, উম্মতে আগমন কারী মসিহ মাউদ বিপুল অর্থ বিলাইবেন, তথা, তিনি অত্যন্ত দানশীল হইবেন। হাদিসের এই কথাগুলিকে এবং কওসারের উক্ত অর্থকে পাশাপাশি রাখিলে উভয়ের দ্বারা একই ব্যক্তি নিরূপিত হইতেছেন। এবং রসুল করীম (সাঃ) যেহেতু সেই দানশীল ব্যক্তির নাম ধরিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, সেই জন্য আমরা সুরা কওসারে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বানী টি সেই নির্দিষ্টকৃত ব্যাক্তি—মসিহ মওউদ (আঃ)-এর উপরই প্রযুক্ত করিতে বাধ্য। ইহা ছাড়া কোন গত্যন্তর নাই। কেননা রসুল করীম (সাঃ) কুরআনীওহীর ধারক ও বাহক ছিলেন এবং তিনিই কুরআনের

সর্ব প্রথম ও সঠিক অর্থের সন্ধান-দানকরী। সুতরাং তিনি যখন উম্মতে আখেরী জামানায় আগমণকারী মসিহ্ মওউদকে বিপুল মাল বিতরণকারী তথা অত্যন্ত দানশীল বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন, তখন কওসার শব্দের দ্বারা যে অত্যন্ত দানশীল আধ্যাত্মিক পুত্রের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, তদ্বারা মুহাম্মদী মসীহকেই বুঝানো হইয়াছে। তিনি যে মাল বিলাইবেন তাহা জাগতিক মাল হইবে না ইহা নির্দ্দেশ করার জন্য রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, (নির্বোধ) লোকেরা তাঁহার বিলানো মাল গ্রহণ করিবে না। ইহা স্পষ্ট যে, মানুষ আধ্যাত্মিক মালকেই প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকে। তাহাই এখানে বুঝানো হইয়াছে। কুরআন করীমে আল্লাহতায়ালার রহমতকে খাযা না বা ভাণ্ডার বলিয়াছেন। (সুরা বনি ইস্রাইল : ১০১ আয়াত)।

তেমনিভাবে "খাইর" (خير) বা কল্যাণ শব্দ কুরআন এবং দ্বীনের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) অসংখ্য অনুপম কুরআনী সুক্ষ্ম তত্বের জ্ঞানভাণ্ডার দুনিয়ার সকলের নিকট বিলাইয়া গিয়াছেন, যাহা হাদিসে বর্ণিত চিরন্তন নিয়ম অনুযায়ী অধিকাংশ মানুষ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে।

(ক্রমশঃ)

কুরআনের ফজিলত

১। "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যাক্তি উত্তম, যে কুরআন শিখিয়াছে এবং অন্যদেরকে ইহা শিখায়। (বুখারী)।

২। "নিশ্চয় আল্লাহ্ এই কেতাবের (অনুগমনের) পরিপ্রেক্ষিতে কতক জাতিকে উন্নত করিবেন এবং অন্যদিগকে ইহার (বিরুদ্ধাচরনের) পরিপ্রেক্ষিতে অধঃপতিত করিবেন।" (মুস্লিম)।

৩। "ইসলাম কোন জাতি বা দেশের ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, বরং মানবতাব সুনীতি ও অনুভূতিসমূহের ময়দানের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।"

খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)।

হাদিস শরীফ

অসুস্থ ব্যক্তির সাক্ষাৎ ও শশ্রূষা

১। হযরত বারাহ বিন আযেব (রাঃ) বর্ণনা করেন, যে হযরত রাসুলুল্লাহ (সঃ) আমাদিগকে নিম্নরূপ বিষয় সমুহের আদেশ দান করিয়াছেন: (১) অসুস্থ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করা এবং তাহার শশ্রূষা করা। (২) জানাযার সংগে গমন করা (৩) হাঁচি দানকারীর উত্তর দেওয়া অর্থাৎ হাঁচি দানকারী 'আলহামদুলিল্লাহ' বলিলে 'ইয়ার হামুকুমুল্লাহ' বলা)। (৪) শপথ গ্রহণ কারীর শপথকে পূর্ণ করার ব্যাপারে সাহায্য করা। (৫) মজলুম বা অত্যাচারিত ব্যক্তির সাহায্য করা। (৬) নেমন্ত্রণ-দাতার আমন্ত্রণে সাড়া দেওয়া। (৭) সালাম দেওয়া ও নেওয়ার প্রচলন বৃদ্ধি করা। (বুখারী)।

২। হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসুলে করীম (সঃ) বলিয়াছেন, যে, ব্যক্তি রুগীকে দেখিতে যায়, অথবা আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কোন ভাইয়ের সংগে সাক্ষাৎ করিতে যায়, আল্লাহ তায়ালার ঘোষণাকারী ফিরিস্তা ঘোষণা করেন যে, তুমি সন্তুষ্ট থাক, তোমার গমন কল্যাণ জনক ও বরকত প্রসু হউক, জান্নাতে তোমার আসন হউক। (তিরমিযী)

৩। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসুলে করীম (সাঃ) যখন তাঁহার অসুস্থ আত্মীয়কে দেখিতে যাইতেন তখন তিনি তাঁহার ডান হাত তাহার মাথার উপর বুলাইতেন এবং এই দোয়া করিতেন।

رب الناس اذهب الباس - انت
الشافى لا شفاء الا شفاءك اشفه
شفاء لا يغادر سقما -

অর্থাৎ হে আমার আল্লাহ, যিনি মানব সকলের রব, এই ব্যক্তির রোগ দূর করিয়া দাও এবং তাহাকে শেফা (আরগ্য) দান কর; একমাত্র তুমিই শেফা দানকারী। তোমার শেফা ব্যাতিরেকে কোন শেফা হইতে পারে না। তুমি তাহাকে এমন পূর্ণ শেফা দান কর যাহার ফলে রোগের কোন কিছুই অবশিষ্ট না থাকে। (বুখারী)

৪। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একটি ইহুদী বালক রাসুলে করিম (সাঃ)-এর খাদেম ছিল। সে অসুস্থ হইয়া পড়িলে নবী করীম (সাঃ) তাহাকে দেখিতে যান। তাহার মাথার পার্শে বসিয়া তাহার হাল-অবস্থা জিজ্ঞাসা করেন, এবং ইসলাম গ্রহণ করার জন্য ও উদ্বুদ্ধ করেন। বালকটি তাহার পিতার দিকে তাকাইল, যিনি তাহার পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। তাহার পিতা বলিলেন, হুজুরের (সাঃ) আদেশ পালন কর। সুতরাং সে ইসলাম গ্রহণ করিল। রাসুলে করীম (সাঃ) প্রফুল্ল চিত্তে সেখান হইতে ইহা বলিতে বলিতে প্রর্ত্যাবর্তন করিলেন যে, সমস্ত প্রসংশা সেই আল্লাহর যিনি এই যুবকটিকে দোযখের আগুন হইতে বাঁচাইয়াছেন। (বোখারী)

[হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থ হইতে অনুদিত]

অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ

অমৃত বানী

অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহতায়ালা দেখাইয়া দিবেন যে, তাঁহার হস্তই প্রবল

"এমন রাত্রি আমার অল্পই যায়, যাহাতে আমাকে এই স্বান্তনা প্রদান করা হয় না যে, 'আমি তোমার সঙ্গে আছি এবং আমার স্বর্গীয় সৈন্যদল তোমার সহায়তায় নিয়োজিত আছে।' যদিও নির্মল-আত্মা ব্যক্তিগণ মৃত্যুর পরে খোদাতালাকে সন্দর্শন করিবেন, কিন্তু আমি তাঁহার মুখ-মণ্ডলর শপথ গ্রহণ করিয়া বলিতেছি যে, আমি এখনই তাঁহাকে দেখিতেছি। জগত আমাকে চিনে না, কিন্তু তিনি আমাকে চিনেন, যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। ইহা মানুষের ভুল এবং একান্ত দুর্ভাগ্য যে, তাহারা আমার ধ্বংস কামনা করে। আমি সেই বৃক্ষ যাহাকে সত্য প্রভু স্বহস্তে রোপন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি আমাকে কর্তন করিতে চাহে, তাহার পরিণাম ইহা ছাড়া আর কিছুই নহে যে, সে কারুন, ইহুদা আসক্রেউতি এবং আবু জেহেলের ভাগ্যের কিছু অংশ লাভ করিতে চায়।"

(যামীমা তোহফায়ে গোলড়বীয়া)

"হে মানব জাতি! তোমরা নিশ্চিতভাবে ইহা বুঝিয়া রাখ, আমার সহিত ঐ হস্ত আছে যাহা শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে বিশ্বস্ততা বজায় রাখিবে। যদি তোমাদের পুরুষ, তোমাদের মহিলা, তোমাদের যুবক, তোমাদের বৃদ্ধ তোমাদের ছোট এবং তোমাদের বয়বৃদ্ধগণ সকলে মিলিয়া আমার ধ্বংসের জন্য প্রার্থনা করে, এমন কি সিজদা করিতে করিতে তোমাদের নাসিকাগুলি পর্যন্ত ঘসিয়া নিঃশেষ হইয়া যায় এবং তোমাদের হস্ত সমূহ নিশ্চল হইয়া যায়, তবু খোদাতা'লা তোমাদের প্রার্থনা আদৌ গ্রহণ করিবেন না। তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষান্ত হইবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি তাহার কার্য শেষ করেন।"

তারপর লিখিয়াছেন :

"তোমরা যত খুশী ঠাট্টা বিদ্রূপ কর, যত ইচ্ছা কটুবাক্য ব্যবহার কর, দুঃখ কষ্ট দিবার যত ষড়যন্ত্র আছে পাকাও, আমাকে সমূলে উৎপাটনের জন্য যত তদবীর ও ফন্দি আছে আঁট। ইহার পরে স্মরণ রাখিও যে, অদূর ভবিষ্যতে খোদাতা'লা তোমাদিগকে দেখাইয়া দিবেন যে, তাঁহার হস্তই প্রবল।"

(আরবায়ীন—৩য় পৃষ্ঠা)

জুমার খোৎবা

হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)

(১লা নভেম্বর ১৯৭৫ ইং রবওয়ার মসজিদে আকসায় প্রদত্ত)

আল্লাহতা'লার প্রতি ভরসা করিয়া তাহরীকে জদীদের নববর্ষের প্রারম্ভের ঘোষণা করিতেছি।

দোয়া করিতে থাক যে, তৌহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য যে যত অর্থের প্রয়োজন, তত সংগ্রহ করিতে এবং ব্যয় করিতে যেন আমরা সমর্থ হই।

তাশাহ্হুদ, তায়াওউজ ও সুরা ফাতেহা পাঠ করিবার পর হুযুর বলেন :—

অদ্য জুমার ঈদ হইতে তাহরীকে-জদীদের নববর্ষের প্রারম্ভ হইল, আল্লাহতালা সারা বৎসরই যেন বিভিন্ন রকম ঈদে পরিপূর্ণ রাখেন।

আল্লাহতালা কোরআন করীমে বলিয়াছেন যে, আমরা খোদাতালার পথে যে অর্থ ব্যয় করি. উহাতে আমাদের দুইটি উদ্দেশ্য নিহিত আছে; আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন :

و مثل الذين ينفقون اموا لهم ابتغاء مرضات الله و تثبيتا من انفسهم

একটি হইল আল্লাহতায়ালার ইচ্ছা এবং সন্তুষ্টি লাভ করা। দ্বিতীয়টি আমাদের নিজেদের দৃঢ়তা সম্পাদন করা। প্রকৃত কথা ইহাই যে, আমাদের কোন অর্থের তাঁহার প্রয়োজন নাই, তিনি নিজেই স্রষ্টা এবং মালেক, আমাদের কাছে যাহা আছে তাহা সবই তাঁহার এবং তাঁহারই দান। আমরা অভাবী এবং তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নন, আমরাই তাঁহার মুখাপেক্ষী, তাঁহার কোন অভাব নাই। ইসলাম ও সকল মাজহাব এবং আল্লাহতালার অহীর বাকধারা অনুসারে আমরা রীতি-সিদ্ধ বাক্য ব্যবহার করিয়া থাকি, যে আমরা খোদাতালার পথে ব্যয় করি। এই বাগধারা এবং রীতি সিদ্ধ বাক্য সম্পর্কে আমাদের মনে রাখিতে হইবে, আমরা বলিবার বেলায় বলিয়া থাকি, যে আমরা খোদাতায়ালার সামনে পেশ করিতেছি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি অভাবশুন্য তাহার কোন কিছুর প্রয়োজন নাই। নিজেই তিনি স্রষ্টা, নিজেই তিনি মালেক। সেই জন্য তাঁহার সামনে পেশ করার অর্থ, আমরা যেন তাঁহার খুশী ও তাঁহার সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারি। তেমনিভাবে এলাহী সেলসেলা যেন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইহা দ্বারা মানব জাতির মেধ্য যেন এক সুন্দর ঐক্যের সৃষ্টি হয়। ইহাকে আমরা দুই

অংশে এই কারণে বিভক্ত করিতেছি যে, আল্লাহতায়ালার পথে তাঁহার বান্দাদের যে অর্থ খরচ করা হয়, তাহা এই অর্থে দুই ভাগে বিভক্ত যে, এক ধরণের খরচ এক বিশেষ কাজের উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং অপর ধরণের খরচ আর এক বিশেষ কাজের উপর গুরুত্ব দান করিয়া থাকে। এক উদ্দেশ্য, আল্লাহতালার সন্তুষ্টি অর্জন করা। ইহাতে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয় আধ্যাত্মিকতার উপর। ইহা সেই খরচ যাহা মানুষ খোদার সামনে পেশ করিয়া, তাঁহার বান্দাগণের জন্য এই উদ্দেশ্যে খরচ করিয়া থাকে যে, সেই বান্দাগণ, যাহারা তৌহীদের উপর কায়েম হইয়াছেন, তাহারা যেন তৌহীদের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকেন অর্থাৎ তরবীয়াত তথা নৈতিক আধ্যাত্মিক গঠন মূলক কাজে এই অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে। এবং যে সব বান্দা তৌহীদের উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে এবং যাহারা আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে অজ্ঞাত, তাহারা যেন আল্লাহতালাকে জানিতে এবং বুঝিতে সক্ষম হয়। ইহাকে আমরা ইসলাহ্ ও ইরশাদ (সংশোধন ও সৎপথ প্রদর্শন) সম্পর্কিত খরচ বলিতে পারি। যাহা হউক, তরবীয়াত সম্পর্কিত খরচ, অর্থাৎ মানুষের ইছলাহ সম্পর্কিত খরচ এই অর্থে যে, যাহারা খোদা হইতে দূরে থাকিয়া জীবন যাপন করিতেছে, তাহারা যেন খোদাতালার নৈকট্য অর্জন করিতে পারে। উক্ত বিষয়টিকে আমরা এই ভাবে বর্ণনা করিয়া থাকি যে, আল্লাহতালার সন্তুষ্টি লাভ করিবার উদ্দ্যেশ্যে করা হইয়াছে।

আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন যে, আমার পথে যে ব্যয় হইয়া থাকে উহার একাংশ এই রূপ হয় যাহার ফলে **এলাহী সেলসেলায় ঐক্য ও** দৃঢ়তার সৃষ্টি হয়, এবং এই প্রচেষ্টার ফলে তাহারা শিশা-গলিত প্রাচীরের ন্যায় হইয়া যায়। আল্লাহ্র পথে খরচের আর এক অংশ এইরূপ হয় যাহা মানব সমাজের মধ্য হইতে বিভেদ দূর করিতে এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায়ক হয়। পরিণামে ইহার গতিও প্রথম অংশের দিকে ধাবিত হয়। তখন মানুষ একই সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া যাইব, ইসলাম যাবতীয় সম্প্রদায়ের উপর প্রধান্য লাভ করিবে এবং সমস্ত মানব গোষ্ঠী উম্মতে-মোসলেমার অর্ন্তগত হইয়া হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এর পতকা তলে সমবেত হইবে। অতএব ইহার গতিও তৌহীদের দিকে যাইবে। যে জন্য প্রচেষ্টা হইতেছে। আজকের খোৎবায় আমি এক সুদীর্ঘ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিৎ করিতেছি।

আজিকার যুগে শয়তান মানুষের মনে এই কুধারণার সৃষ্টি করিয়াছে যে, ইসলাম শুধু মাত্র ব্যক্তিগত এবাদতের উপর দৃষ্টি দেয়, এবং যাহা সমষ্টিগত দায়িত্ব তাহা অগ্রাহ্য করে। পরন্তু এই কথা প্রকৃত সত্য হইতে বহুদূরে। কিছু আহ্কামে—ইসলামী সমষ্টিগত জীবন এবং সমষ্টিগত দায়িত্বের সহিত সম্বন্ধ রাখে। যে সব আহ্কাম, বা আদেশাবলি ব্যক্তিগত এবাদতের সহিত সম্মর্কিত

বলিয়া মনে হয়, সেই গুলিতেও সমষ্টিগত জীবনে দৃঢ়তা সম্পাদনের বিরাট শিক্ষা আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। ভাল শিক্ষিত বুদ্ধিমান লোকদের নিকট আমি এই কথা বলিতে শুনিয়াছি যে, ইসলাম কেবল মাত্র ব্যক্তিগত এবাদতের প্রতি জোর দেয় এবং সমষ্টিগত দায়িত্বকে এড়াইয়া যায়। এই কারণেই পৃথিবীতে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং এক ব্যক্তি আমাকে ইহাও বলিয়াছেন যে, জামাতের বিরুদ্ধে গত দাঙ্গার কারণও এই ছিল যে, লোকেরা ইছলামের শীক্ষানুসারে ব্যক্তিগত এবাদতের উপর দৃষ্টি দিতেছে কিন্তু মানুষের প্রতি মানুষের অধিকার সম্পর্কিত সমষ্টিগত জীবনের দায়িত্ব পালনের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেছেনা। ইসলাম প্রকৃত পক্ষে এইরূপ নহে। আসল কথা হইল, যেখানে ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আধ্যাত্মিক উন্নতির উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছে, এবং আল্লাহতালার সন্তুষ্টি লাভের পথ নির্ধারিত করিয়াছে, উহার পথ দেখাইয়াছে, সেখানে ইসলাম এমন সুন্দর সামাজিক ব্যবস্থা মানুষের জন্য পেশ করিয়াছে যে, আমি আমার খেলাফত কালের মধ্যে ইউরোপ এবং আফ্রিকায় যে তিনবার সফর করিয়াছি, সেখানে তখন বহু প্রেস কনফারেন্স করিয়াছি এবং সেগুলিতে আমি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা এবং কমিউনিজম এবং বড় বড় আধুনিক সভ্য দেশ আমেরিকা ইত্যাদি ও সোসালিজমের মধ্যে তুলনা করিয়া দেখাইয়াছি, তখন তাহারা নীরবভাবে ইসলামের প্রধান্য স্বীকার করা ব্যতীত তাহাদের কোন উপায়ন্তর ছিল না। কিন্তু উহা এক দীর্ঘ বিষয়। আমি গত খোৎবায় বলিয়াছিলাম যে, এক স্থানে অনেক অমুসলিম উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের নিকট আমি ইসলামের আট দশটি তত্ব ও তথ্য তুলিয়া ধরিয়া বলিলাম যে, দেখুন আপনারা যদিও ইসলাম বিরোধী, তবুও আপনাদের বিরোধীতা, ইসলামের প্রতি শত্রুতা এবং হীংসা সত্বেও ইসলাম আপনাদের অনুভূতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছে এবং আপনাদের পার্থিব স্বার্থের প্রতিও লক্ষ্য রাখিয়াছে। (ইনশাআল্লাহ, যখনই আল্লাহতালা আমাকে সুযোগ দিবেন, আমি এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোক পাত করিব।) তবে আল্লাহতায়ালা উল্লিখিত আয়াতে আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, তোমরা যাহাই ব্যয় কর, তাহাতে তোমরা ইসলামের শিক্ষার আলোকে দুইটি উদ্দেশ্য লাভ করিতে চাও। এক ত তোমরা আল্লাহতালার রেজামন্দী এবং তাঁহার সন্তুষ্টি লাভ করিতে চাও, দ্বিতীয়টি তোমাদের আপোষের মধ্যে ঐক্য এবং দৃঢ়তা সম্পাদন করিতে চাও। "তাসবীতাম মিন আনফুসেহিম"-এর দ্বারা ইহা বুঝায়। জমাতে আহ্‌মদীয়ার সাহায্যার্থে আল্লাহতালা নিজ প্রিয় বান্দাদের দ্বারা যে ব্যয় কারইতেছেন, সেই খচরও দুই অংশে বিভক্ত। প্রথমতঃ তোহীদ প্রতিষ্ঠায় ব্যয় হইয়া থাকে। উহা পাকিস্তানেও হয় এবং পাকিস্তানের বাহিরের দেশগুলিতেও হয়।

আমাদের ইচ্ছা, আগামী দশ পনর বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক দেশে তৌহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের কাজ যেন আরও তরান্বিত হয় এবং পথ-হারা বান্দাগণকে আল্লাহতালার দিকে পুনরায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য আমাদের নগণ্য প্রচেষ্টাকে আল্লাহতায়ালা যেন সাফল্য মণ্ডিত করেন।

পাকিস্তানের বাহিরে বিশ্বব্যাপী আহ্‌মদীয়া জমাতের দ্বারা আল্লাহতায়ালার তদবীর ও পরিকল্পনায় যে প্রচেষ্টা চলিতেছে উহাতে বেশীর ভাগ অর্থ তাহরীকে জদীদের নামে খোদার পথে খরচ করা হইতেছে। আমার মনে হয়, উহার এক দশমাংশ খরচ পাকিস্তানের জমাতগুলি বহন করিতেছে। আর বাকী নয় অংশ বাহিরের জামাত গুলি বহন করিতেছে। আল্লাহতালার মহা অনুগ্রহে বহু উন্নতি লাভ হইয়াছে। জমাতে আহ্‌মদীয়ার প্রচেষ্টায় আল্লাহতালা বিরাট সফলতা দান করিয়াছেন। কোথায় এই অবস্থা ছিল যে, বহির্জগতের যাবতীয় ব্যয় ভার একা এই উপমহাদেশের জমাত গুলি বহণ করিত। যখন তাহ্‌রীকে জদীদ আরম্ভ হইয়াছিল, তখন দেশ বিভক্ত হয় নাই, তখন পাক-হিন্দের জমাতগুলি একাই সব নেকী অর্জন করিয়াছে। তৎপর আল্লাহতায়ালা এই নেকীর মধ্যে আরও লোকদেরকে শরীক করিয়াছেন। যেমন বলিয়াছি, এখন এক দশমাংশ ব্যয়-ভার শুধু পাকিস্তানের জমাতগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং বাকী নয় অংশ ব্যয়-ভার বহির্জগতের জমাত গুলির সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। ইহা এই জন্য নহে যে আমরা এখানকার অধিবাসী পশ্চাদপদ হইয়াছি। বরং ইহার কারণ এই যে, পাকিস্তানের বাহিরের জমাত সমূহ সংখ্যার দিক দিয়া ব্যপকতা লাভ করিয়াছে এবং তাহাদের আত্মোত্যাগ, কোরবাণী এবং আন্তরিকতায় দৃঢ়তার এবং জ্যোঃতির এক নব দিগন্ত সূচিত হইয়াছে। অতএব আমাদের উক্ত কুরবাণীতে যে সামান্য অংশ রহিয়া গিয়াছে, উহাতে আমাদের মনযোগ দিতে হইবে। পাকিস্তানী জমাত সমূহের মাত্র এক দশমাংশ উক্ত প্রচেষ্টায় অংশ রহিয়া গিয়াছে। সে যাহা হউক, পাকিস্তান পৃথিবীর আবাদীর ছোট্ট এক অংশ। যতই পাকিস্তানের বাহিরের জমাত গুলি সংখ্যার দিক দিয়া বৃদ্ধি পাইবে এবং অর্থের দিক দিয়া বাড়িয়া যাইবে, পাকিস্তানে আহ্‌মদীদের অংশ অপেক্ষাকৃত কম হইয়া যাইবে। ইহা একটি বাস্তব সত্য, যাহা এক হিসাবে আমাদের দৃষ্টি গোচর হইতেছে, যাহা আমরা অবলোকন করিতেছি। ইহা একটি বাস্তব সত্য, যাহা ব্যতিরেকে দুনিয়ায় কোন উপায়ন্তর নাই, অর্থাৎ সারা বিশ্বের সমগ্র মানব জাতি সংকুচিত হইয়া পাকিস্তানে বসতি স্থাপন করিয়া লইতে পারে না, এবং সারা বিশ্বের মানব মণ্ডলীর জন্য ইহা নির্দ্ধারিত আছে যে, তাহারা সকলই মাহ্‌দী মওউদ (আঃ)-এর ফয়েজের বরকতে যাহা তিনি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর নিকট হইতে লাভ করিয়া

বিশ্বে বিতরণ করিবার উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন, তদ্দ্বারা সারা বিশ্ব **মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে অসাল্লামের পতাকাতলে** সমবেত হইবে। সুতরাং যতই বহির্জগতে তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, ততই পাকিস্তানী আহ্‌মদীদের সংখ্যা কম হইতে থাকিবে। যদি প্রতি বৎসর দুনিয়ার বসবাসকারী-দের মধ্যে শত করা দুইজন করিয়া আহমদী বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহা হইলে উক্ত সংখ্যা (পাকিস্তানের বাহিরের শত করা দুইজন) পাকিস্তানের অধিবাসীদের মোকাবেলায় এক বিরাট জন-সংখ্যা। ইহা একটি বাস্তবতা। ইহা ইনশাআল্লাহ তাঁহার অনুগ্রহে এবং তাঁহার রহমতে সংঘটিত হইবেই। কিন্তু ইহা চিন্তা করিয়া আমি উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ি যে, যেহেতু পাকিস্তানের বাহিরের জমাত সমূহের সংখ্যার চেয়ে এখানে আহ্‌মদীদের সংখ্যা কম হইয়া যাইতেছে এবং কম হইতে থাকিবে, সেইজন্য এখানকার জমাতের কোরবানীর অংশও কি কম হইয়া যাইবে? ইহাতে আমি হত-বুদ্ধি হইয়া যাই। ইহার প্রতিকার শুধু ইহাই হইতে পারে যে, আমরা যেন আমাদের কোরবাণীর মাত্রা আরও বৃদ্ধি করি। এই প্রতি-যোগীতার ভিতর দিয়া فاستبقوا الخيرات **পরস্পর নেকী করার প্রতিযোগীতা করিয়া** আমাদের প্রচেষ্টা করা ছাড়া আর কিছু করিবার নাই। যাহা হউক, ইহা ভবিষ্যৎ চিন্তার বিষয়, উহা আমাদের করিতেই হইবে। কারণ, একজন মোমেন পূর্ববর্তী অবস্থা হইতে উপদেশ গ্রহণ করে এবং বর্তমানে উহা হইতে উত্তম ফলোৎপাদনে যত্নবান হয়, এবং ভবিষ্যতে জীবিত থাকে। ইহা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের দিক দিয়া একজন মোমেনের জীবিত থাকার একটি চিত্র।

দুই এক বৎসর পূর্বে আমি তাহরীকে জদীদের আর্থিক কোরবাণীর এক মান নির্দ্ধারিত করিয়া জমাতের সামনে পেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু ইহাতে কিছুটা বিলম্ব হইয়াছে, এবং পরবর্ত্তী বৎসরেও যখন সেই মান জমাতের সামনে পেশ করি, তখন তাহাদের চাঁদার ওয়াদা তাহরীকে জদীদের নেজামের জীবনের দিক দিয়া প্রথম বার সেই মানকে অতিক্রম করিয়া যায়। আল-হামদুলিল্লাহ্। কিন্তু সম্প্রতি জুলুম ও নিষ্ঠুরতার এক দীর্ঘ যুগ জমাতকে দেখিতে হইয়াছে এবং ফলে **জমাতের আন্তরিকতার মধ্যে বরকত হইয়াছে,** উহাতে খোদাতা'লা দৃঢ়তা এবং পবিত্রতা দান করিয়াছেন এবং নেকীর মধ্যে দৃঢ়তা দান করিবার উপকরণ পয়দা করিয়া-ছেন, বিশেষ করিয়া সেই সকল এলাকায়, যেখানকার পুরুষ ও মহিলাগণ অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। অনেক সময় আমি অবাক হইয়া যাই যে, কোন্ উপাদন দ্বারা মাহ্‌দী মওউদ (আঃ)-এর এই জমাত গঠিত হইয়াছে যে, তাহারা নিজেদের সর্বস্ব হারাইয়া হাসি মুখে চলিয়া আসিত এবং বলিত, "আলহামদুলীল্লাহ্'

আমাদের সম্পদ লুণ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু আমাদের ঈমান বাঁচিয়া গিয়াছে।"

এই সকল প্রতিকুল অবস্থার জন্য তাহরীকে জদীদের ওয়াদা বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও উক্ত সংকটপূর্ণ সময়ে চাঁদা আদায়ে কিছুটা ঘাটতি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মোমেনকে ধাক্কা দিলে কিছুটা অবশ্য সঞ্চালিত হইবে, ইহা স্বাভাবিক কথা, কিন্তু পিছাইয়া যাইবেনা। তাহাদের পদ বরং আরও অগ্রসর হইবে। এই জন্য আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই বৎসরের হিসাব বন্ধ হইবার পূর্ব পর্যন্ত এবং আগামী বৎসরের হিসাব যাহার ঘোষণা আমি এখন করিব, উহা আরম্ভ হইবার পূর্ব পর্যন্ত জমাত ঘাটতি পূর্ণ করিয়া দিবে। সমষ্টিগত ভাবে ইহা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। সম্ভবতঃ কেহ কেহ ব্যক্তিগতভাবে নিজ অঙ্গীকার পূর্ণ নাও করিতে পারেন। ইহাতে তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই, কিন্তু অন্য কতক বন্ধু এমনও আছেন যে, তাঁহারা উহা পূর্ণ করিয়া দিবেন।

আল্লাহতালা যে ভাবে আমার জন্য খুশীর উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন, আপনাদের জন্যও উহা খুশীর কারণ হইবে। আপনাদিগকে আমি জানাইতেছি যে, পশ্চিম আফ্রিকার এক বন্ধু লিখিয়াছেন যে, "পাকিস্তানে অমুক অমুক স্থানে মসজিদ জালাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এই সংবাদ যখন আমরা পাইলাম, তখন আমরা বলিলাম, আচ্ছা, সেইখানেম সজিদ জালাইয়া দেওয়া হইয়াছে, আমাদের নিকট মসজিদ নাই, আমরা এইখানে মসজিদ নির্মান করিয়া দিতেছি, মসজিদ নির্মানের কোন সুযোগ না থাকা সত্বে ও আমরা মসজিদ নির্মানের সংকল্প করিলাম, তারপর খোদাতায়ালা উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিলেন; এখন আমাদের মসজিদ প্রায় নির্মান হইয়া গিয়াছে।" (যাহার ছবিও এখানে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।) তাহাদের অন্তকরণে খোদালাতায়ার ফেরেশতা প্রেরণা দিয়াছেন যে, পৃথিবীতে আহ্মদীয়া জমাতের মসজিদ সমষ্টিগত ভাবে যেন কম না হয়। যদি একস্থানে সাময়িক ভাবে সংখ্যা কম হইয়া থাকে, তাহা হইলে অন্যখানে

স্থায়ী ভাবে বৃদ্ধি

পাইবে। কারণ যে সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে, অবশ্য উহা সাময়িক। যে মসজিদ জালাইয়া দেওয়া হইয়াছে, (ইনশাআল্লাহ) আল্লাহতালা শক্তি দিলে সেখানেই মসজিদ নির্মিত হইবে। কিন্তু এই সাময়িক অভাবও মুখলেস বন্ধুগণ, যাঁহারা বহির্দেশে বসবাস করিতেছেন, অনুভব করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, এই সাময়িক অভাবও থাকিতে দিব না। সেখানে মসজিদের আবশ্যকও ছিল, কিন্তু টাকা ছিল না, সেইজন্য নির্মিত হয় নাই। সেখানে কিছু লোক দাঁড়াইয়া গেলেন এবং বলিলেন, পাকিস্তানে এক মসজিদ জালাইয়া ফেলা হইয়াছে, পাকিস্তানের বাহিরে আর একটি মসজিদ নির্মিত হইবে, যেন সমষ্টিগতভাবে এই সংখ্যা পুরণ হইয়া যায়। কম না থাকে। ইহা

দেখিয়া হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর বাণীর সত্যতা প্রতিপন্ন হয় যে, 'আমার সত্তায় অকৃতকার্যতার উপাদান নাই" এবং জমাতকে তিনি বলিয়াছেন "আমার বৃক্ষের সবুজ সাখা সমূহ !"

অতএব জামাত এবং মাহ্দীয়ে মওউদ (আঃ) একই আধ্যাত্মিক সত্তার নাম, এবং **আমাদের স্বভাবের মধ্যে অকৃতকার্যতার কোন উপাদান নাই।**

আমাদের উপর প্রতিবন্ধকতা আরোপিত আছে, যাহা অন্য কাহারও উপর নাই, যথা, আমাদের জন্য এই প্রতিবন্ধকতা আছে যে তোমরা জুলুম করিও না, অশান্তি সৃষ্টি করিও না, অন্যায় ভাবে প্রতিশোধ নিও না। মিঠা প্রতিশোধ গ্রহণের এক সুন্দর পরিকল্পনা আমার মাথায় আসিয়াছিল, যখন ১৯৭০ সালে আমি পশ্চিম আফ্রিকায় সফরে গিয়াছিলাম; কত বড় প্রতিশোধ, কত সুন্দর প্রতিশোধ, যাহা মক্কার প্রধানগণ যাহারা মক্কা বিজয়ের দিনে উপস্থিত ছিল তাহাদের নিকট হইতে লওয়া হইয়াছিল অর্থাৎ হযরত রসুল করীম (সাঃ) তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন لا تثريب عليكم اليوم 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই'। আমি পশ্চিম আফ্রিকার অধিবাসীদিগকে, যাহাদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, বলিয়াছিলাম যেসব প্রাশ্চাত্য দেশ বা সরকার এদেশে আসিয়াছিল, তাহারা এইখানে উপনিবেশ কায়েম করিয়াছিল, তাহারা তোমাদের সম্পদ হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু আমরা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে অছাল্লামের আদর্শকে সামনে রাখিয়া তাহাদের নিকট হইতে (SWEET REVENGE) এক মিঠা প্রতিশোধ লইতে মনস্থ করিয়াছি, সেই মিঠা প্রতিশোধ এই যে, (এই অঙ্গীকার আমি ৭০ সালে করিয়াছিলাম) আমি বলিয়াছিলাম, সাদা জাতিরা এই দেশে আসিয়া তোমাদের সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে, আমি তোমাদিগকে সেই দেশে প্রচারক রূপে প্রেরণ করিব, এবং তোমরা সেখানে যাইয়া তাহাদের মধ্যে **আধ্যাত্মিক সম্পদ বিতরণ করিবে।** তাহারা দুনিয়া লইয়া গিয়াছে, তোমরা আধ্যাত্মিক সম্পদ তাহাদের মধ্যে বিতরণ করিবে। সুতরাং আলাহতায়ালা শক্তি দিয়াছেন এবং আবদুল ওহ্হাব বিন আদম যিনি ঘানাতে আমাদের মোবাল্লেগ, তিনি কয়েক বৎসর হইতে ইংলণ্ডে বসিয়া ইংরেজ দিগকে তবলীগ করিতেছেন। তিনি খুব বুদ্ধিমান এবং খুবই নিঃস্বার্থ মানুষ এবং খুব বুজুর্গ লোক, খুব উচ্চ দরের লোক। পাকিস্তানের আহ্মদীগণ কোন ইজারাদারী তো লাভ করেন নাই। প্রকৃত কথা, এই যে, যতদূর পরিমান যে-কেহ কোরবানী দিবে, সে তদনুপাতে খোদার প্রেম লাভ করিবে। যাহা হউক, ইহাই আমাদের প্রতিশোধ। যখন আমরা প্রতিশোধ গ্রহন করি, তখন এই ভাবেই করিয়া থাকি।

অনর্থক মানুষ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে যে

তোমাদের প্রতিক্রিয়া কি হইবে? ইত্যাদি। যখনই আমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করিব, এই ভাবেই আমাদের সুন্দর প্রতিশোধ হইবে। আমাদের মিঠা প্রতিশোধ হইবে। যাহারা আমাদের সম্পদ জালাইয়াছে, তাহাদের মধ্যে আমরা পার্থিব এবং ধর্ম্মীয় সম্পদ, জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক সম্পদ ভাগ করিব। কিন্তু ইহা আল্লাহতায়ালার শক্তিতে সংঘটিত হইবে। ইহাই আমাদের প্রতিশোধ। কষ্ট দেওয়া এবং অশান্তি সৃষ্টি করা আমাদের প্রতিশোধ নহে। আমি বয়েতের মধ্যে তোমাদের নিকট এই অঙ্গীকার লইয়া থাকি যে, তোমরা প্রতিজ্ঞা করিবে, "আমরা কাহাকেও কষ্ট দিবনা"। কষ্ট দিবার জন্য আমরা পয়দা হই নাই। কাহাকেও মারিবার জন্য পয়দা হই নাই। আমরা জীবিত রাখিবার জন্য এবং জীবন দান করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছি। আমরা সমৃদ্ধি দান করিবার জন্য পয়দা হইয়াছি। ইহাই আমাদের প্রতিশোধ। ইহা আমাদের আশা-আকাঙ্খা। খোদাতালার অনুগ্রহে আমরা এই প্রতিশোধ লইব। কিন্তু দুঃখ দিবার জন্য আমাদের প্রতিশোধ হইবে না। নাকের পরিবর্তে নাক, চোখের পরিবর্তে চোখ নহে, বরং فمن عفا واصلح فاجره على الله (অর্থাৎ, যে ক্ষমা করিয়া দিয়াছে এবং সংশোধন করিয়াছে, তাহার পুরস্কার আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত)—আয়াতে বর্ণিত প্রতিশোধ।

যাহা হউক আমি তাহ্‌রীকে জাদীদ সম্পর্কে এই কথা বলিতে ছিলাম, যে সকল উদ্দেশ্যে একজন মোমেন খোদাতায়ালার সমীপে অর্থ পেশ করিয়া থাকে তন্মধ্যে একটি হইল তাঁহার সন্তুষ্টি লাভ করা অর্থাৎ তাঁহার তৌহীদ দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হউক। যেমন আমরা খোদাতায়ালার তসবীহ্ (গুণ গান) এবং তাহ্‌মীদ (প্রশংসা) করার মধ্যে এক খুশী অনুভব করি, তেমনি আমাদের অন্তরে এক গভীর প্রেরণা বোধ করি যে খোদাতালার প্রত্যেক বান্দা যেন খোদাতালার সামনে মাথা অবনত করে, তাঁহার গুণগান করে, তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা করে, তাঁহার প্রশংসা বর্ণনা করে, সমস্ত প্রশংসাই যেন তাঁহারই দিকে প্রত্যার্পন করে। তাহা নিজের দিকে নয়, আল্লাহ ব্যতিরেকে অন্য কাহার ও দিকে নয়, অন্য কোন শক্তির দিকেও নয়। ইহা আমাদের ইচ্ছা। এই ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য আমরা খোদাতায়ালার পথে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকি, এবং উহার এক সুযোগ তাহরীকে জাদীদের আকারে আসিয়াছে। লক্ষ লক্ষ ত্রিত্ববাদী খ্রীষ্টান, যাহারা এক ও অদ্বিতীয় খোদাকে অস্বীকার করিতেছিল, অথবা মূর্ত্তি উপাসকগণ, যাহারা নিজ হাতে মাটি বা পাথরের মুর্ত্তি গড়িয়া বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করিতেছিল, তাহাদের মধ্য হইতে লক্ষ লক্ষ লোক জমাতে আহ্‌মদীয়ার দ্বার (একমাত্র আল্লাহর) কৃপায় এবং তাঁহারই অনুগ্রহে, আমরা ত

কিছুই নই) আফ্রিকাতে মুসলমান হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে আমাদের তৃপ্তি মিটে নাই, লক্ষ লক্ষ মুসলমান হইয়াছে, কুটি কুটি মুসলমান যে পর্যন্ত না বানাইব, মানব জাতিকে যে পর্যন্ত না তৌহীদের দিকে আকর্ষণ করিয়া আনিব, সেই পর্যন্ত আমাদের পিপাসা মিটিবে না। সুতরাং দোয়া করিতে থাকুন যেন, খোদাতায়ালা আপনাদের ও আমার পিপাসা দূর করিবার উপকরণ সৃষ্টি করিয়া দেন, এবং উহার জন্য যে অর্থের আবশ্যক হয়, উহা পাওয়ার এবং খরচ করার সৌভাগ্য দান করেন।

অদ্য ১লা নবেম্বরে তাহারীকে জাদীদের তিনটি দফতর অর্থাৎ, ১ম দফতরের ৪১তম বৎসরের, দ্বিতীয় দফতরের ২১তম বৎসরের এবং ৩য় দফতরের ১০ম বৎসরের, নব বর্ষ ঘোষণা করিতেছি। পূর্ববর্তী বৎসর যে মান নির্দ্ধারিত করিয়া ছিলাম, উহাই বজায় থাকিবে এবং আদায় সম্পর্কে বলিয়াছিলাম যে, সাময়িক ভাবে যাহা অসম্পূর্ণ থাকিবে, ইনশাআল্লাহ-তায়ালা উহা দূর হইয়া যাইবে। আল্লাহতালার প্রতি নির্ভর করিয়া এবং তাঁহার উপর ভরসা করিয়া আমি ঘোষণা করিতেছি যে, আল্লাহ-তা'লা আপনাদিগকে তওফিক দান করিবেন, বিরোধীগণের জুলুম, অন্যায় অবিচারের চাপে পড়িয়া সাময়িক ভাবে যে দুর্বলতা আসিয়াছে, উহা খোদাতায়ালা স্বীয় অনুগ্রহে দূর করিয়া দিবেন এবং আপনাদের আন্তরিকতা অনুযায়ী আপনাদিগকে আর্থিক কোরবানী দানেরও তওফিক দিবেন। (ক্রমশঃ)

বাংলাদেশ লাজনা ইমাউল্লাহর বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

ঢাকা, ২৯শে জুন (রবিবার): বাংলাদেশ লাজনা ইমাউল্লাহর বার্ষিক ইজতেমা ৪নং বকসী বাজার রোডস্থ দারুত তবলীগে এক দিনের জন্য সকাল ৯ ঘটিকা হইতে বিকাল ৬ ঘটিকা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। মোহতারম মৌঃ মোহাম্মাদ সাহেব, আমীর বাঃ আঃ আঃ, পর্দা পালন এবং সহশিক্ষা পরিহার ইত্যাদি আহমদী মহিলাদের জরুরী জায়িত্ব বলীর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া উদ্বোধণী ভাষণ দান করেন। অতঃপর মিসেস মাসুদা সামাদ সাহেবার সভাপতিত্বে ও পরিচালনায় ইজতেমার অন্যান্য কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। ইমাউল্লাহ্ এবং নাসেরাতের মধ্যে পৃথক পৃথকভাবে কোরআন তেলাওয়াত, নজম পাঠ, বক্তৃতা, ধর্মীয় সাধারণ জ্ঞান এবং বিভিন্ন গঠন মূলক খেলাধুলার প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয় এবং ১ম, ও ২য় স্থান অধিকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

ইজতেমায় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ এবং তেজগাঁও জামাত সমূহ হইতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় মহিলা এবং বালিকাগণ অংশ গ্রহণ করেন। আল্লাহ্তায়ালা এই ইজতেমাকে সর্বাংগীন-রূপে ফলপ্রসূ করুন। আমীন। (নিজস্ব সংবাদদাতা)

সংবাদ

- হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-এর স্বাস্থ্য ঃ
- পাকিস্তানে জামাতের উপর নুতন কয়েকটি অত্যাচারের ঘটনা ঃ

লণ্ডন, ১লা জুন ঃ বিগত এক মাস যাবৎ রবওয়া হইতে খবর আসিতেছে যে, আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খালীফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) অসুস্থ আছেন। হুজুরের কীডনীতে ইনফেকশন হইয়াছে, তাঁহার জ্বরও হইয়াছে এবং দুই এক বার ১০৪ ডিগ্রী পর্যন্ত উঠিয়াছে। ইহার পর ব্লাডশুগার বাড়িয়া গিয়াছিল। ইনফেকশন এখনও আয়েত্তে আসে নাই। দুর্বলতা অধিক হইয়াছে। হুজুর গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ জুমার নামাযে আসিতে পারেন নাই।

অসুস্থতার সঙ্গে সঙ্গে জামাতের উপর যে অকথ্য জুলুল এবং বর্বরচিত আচরণ এক বৎসর কাল হইতে আরম্ভ হইয়াছিল উহা কোন না কোন আকারে এখনও অব্যাহত আছে। ইহার চাপও হুজুরের স্বস্থ্যের উপর পড়িয়া থাকে। সম্প্রতি লাহোরে মোখালেফগণ মোগলপুরার আহ্‌মদীয়া মসজিদ পুড়াইয়া ফেলে। তাহারা আহ্‌মদীদের দুইটি দোকানও অগ্নি সংযোগে জালাইয়া ফেলে। এই সব কিছুই বিন্দু মাত্র উস্কানী ব্যতিরেকে বিরুদ্ধবাদীদের সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী করা হইতেছে। এতদ্ব্যতীত রাওয়ালপিণ্ডিতে আহ্‌মদীয়া জামে' মসজিদ যাহা বিগত ত্রিশ বৎসর হইতে ক্রমাগত জামাত আহ্‌মদীয়ার আইনানুগ সত্বাধীনে চলিয়া আসিতেছে, সম্পূর্ণ সৈরাচার এবং জুলুম করিয়া পাকিস্তান গর্ভমেন্টের রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্ট নিলাম করাইয়া দিয়াছে। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত সম্পত্তি সদর আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দুই বৎসর পূর্বে ব্রিটিশ রাজত্বকালে ৯৮০০০/০০ টাকা নগদ মূল্যে একজন মুসলমান কন্ট্রেকটারের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছিল এবং কানুন মোতাবেক ইহার রেজিষ্টাড' দলিল-পত্র সদর আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার নামে রহিয়াছে।

এই সম্পত্তির সহিত পাকিস্তান সরকারের রিহেবিলিটেশন বিভাগের কোন দূরবর্তী সম্পর্কও নাই। এই জায়গাটির উপর রাওয়ালপিণ্ডী জামাতের জামে' মসজিদ এবং লাইব্রেরী তামীর করা হইয়াছিল। পাকিস্তান সরকারের উক্ত মসজিদ নিলাম করানোর মত অপকর্মের নজীর ইতিহাসে মিলা কঠিন।

এতদ্ব্যতীত আবুধাবীতে জামাতের বারজন আহ্‌মদী ভ্রাতাকে এক সম্পূর্ণ ডাহা মিথ্যা অপবাদের ভিত্তিতে নামাযের অবস্থায় গ্রেপ্তার করিয়া প্রথমে জেলে দেওয়া হয় এবং তাহাদের উপর অকথ্য নির্যাতন করিয়া পরে তাহারা ইসরাইলের গুপ্তচর বলিয়া মিথ্যা অপবাদ দিয়া তাহাদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করা হয়।

আল্লাহ্‌তায়ালাই জানেন যে, জুলুমের এই দীর্ঘ রাত্রির কখন অবসান ঘটিবে? আমাদের কর্তব্য তাঁহার আস্তানায় ঝুকিয়া তাহারই নিকট ফরিয়াদ করা, কেননা তিনিই সর্বাধিক প্রেমময় এবং সকলের চাইতে আমাদের দৃঢ়তম নির্ভরস্থল। আমরা দুর্বল ও অসহায় এবং নিঃরূপায়। আমরা শক্তির জবাব শক্তির দ্বারা দিতে পারি না, কিন্তু আমাদের সৃষ্টি-কর্তা এবং যিনি নিজে এই সেলসেলা ও জামাতকে স্থাপন করিয়াছেন তিনি অসীম ও অনন্ত শক্তির অধিপতী, তাঁহার সম্মুখে দুনিয়ার বৃহত্তম শক্তি ও সরকারও কোনই মূল্য রাখে না। ফেরআউন, নম্র‍ুদ এবং কুরেইশের বড় বড় নামজাদা সরদারগণও যখন দুর্বল ও অসহায় ঈমানদারদের মোকাবেলায় আসিল তখন খড়কুটার ন্যায় উড়িয়া গিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) বলেন :

اے آنکہ سوئے من بدویدی بصد تبر
از باغباں بترس کہ من شاخ مثمرم

অর্থাৎ, "হে ঐ ব্যক্তি! যে কুটার হাতে লইয়া কুমতালবে আমার দিকে ধাবমান, তুমি এই বাগানের মালিক আল্লাহতায়ালাকে ভয় কর, কেননা আমি ফল দায়ক শাখা।"

সুতরাং জামাতের ভ্রাতা ও ভগ্নিগণের একটি মাত্র কর্ত্তব্য থাকায়া যায় এবং তাহা হইল, আমাদের প্রভু আল্লাহতায়ালার নিকট দোয়া করা, তিনি যেন আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আই)-কে আশু পূর্ণ আরোগ্য এবং কর্মময় দীর্ঘায়ু দান করেন এবং আহমদীয়াতের উপর যে বিপদ ও পরীক্ষার সময় আসিয়াছে, তিনি যেন নিজ ফজল ও অনুগ্রহে উহার অবসান ঘটান এবং জামাতকে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করেন। আমীন।

[আহ্‌মদীয়া বুলিটীন (আখরার আহমদীয়া) লণ্ডন, জুন, ১৯৭৫ইং সংখ্যা এবং ব্যক্তিগত পত্র হইতে প্রাপ্ত সংবাদানুযায়ী]

—আহমদ সাদেক মাহমুদ

> "খোদাতায়ালার হেফাজত ও নিরাপত্তা লাভ করার জন্য উঠতে বসতে চলতে ফিরতে নিদ্রা ও জাগ্রতাবস্থায় এস্তেগফার করতে থাক। এমনভাবে দোয়া করতে থাক যেন তোমাদের নিদ্রা ও নীরবতার সময়ও এস্তেগফারের মধ্যে গণ্য হয়। খোদাতায়ালার সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হও, তাঁর অাঁচল পরিত্যাগ করো না। তারপর অবলোকন কর তিনি কোন পথে নিজ ভালবাসা তোমাদের জন্য প্রকাশ করেন। কাউকেও কষ্ট দিওনা, কাউকেও বদ দোয়া করোনা, কেননা দূঃখ-কষ্ট দূর করার জন্য আমাদের জমাতকে সৃষ্টি করা হয়েছে।"
>
> হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)

বাংলাদেশের শাখা-জামাত সমূহের
প্রেসিডেন্ট সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ঢাকা, ২২শে জুন, ১৯৭৫ ইং : আল্লাহ্-তায়ালার ফজল ও রহমে অদ্য বাংলাদেশ জামাতে আহ্‌মদীয়ার কেন্দ্রীয় দপ্তর ৪নং বক্সী-বাজার রোডস্থ দারুত তবলীগ মসজিদে শাখা-জামাত সমূহের প্রেসিডেন্ট সাহেবানের একটি ধর্মীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মোহ-তারম আমীর সাহেব (সাল্লামাহু) বাঃ আঞ্জুঃ আঃ, নামাজ বাজামাত, গীবত পরিহার ও পরস্পর হামদরদী সম্পর্কে একটি হৃদয় গ্রাহী ভাষণের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন। সম্মেলনে দুইটি অধিবেশন যথাক্রমে সকাল ৯টা হইতে ১২টা এবং বিকাল ২-৩০টা হইতে রাত ৮টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। সকালের অধিবেশণে বিভিন্ন জামাতের প্রেসিডেন্টগণ তাঁহাদের স্ব স্ব জামাতের তালীমি, তরবীয়তি, তবলীগী ও মালী-কোরবানী সংক্রান্ত অবস্থার উপরে ভাষণ দান করেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে, বাজেট ও চাঁদা, পর্দা ও সহশিক্ষা, ভ্রাতৃত্ব ও একতা, নামায বাজামাত ও গীবত পরিহার, বিবাহ সমস্যা, অন্নহীনে অন্নদান, নিজামে ওসিয়ত বিষয় সমূহের উপর বক্তৃতা করেন যথাক্রমে সর্ব জনাব ওবায়-দুর রহমান ভূঞা, আহমাদুর রহমান, এস, এ, নিজামী, মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, মৌঃ মকবুল আহমদ খান (আমীর ঢাকা জামাত), ডঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী (নায়েবে আমীর বা, আঃ আঃ) এবং মৌঃ গোলাম আহমদ খান সাহেবান। অতঃপর সমাপ্তি ভাষণ দান করেন মহতরম মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব, আমীর বাঃ আঃ আঃ। তিনি তাঁর ভাষনে জামাতের সকল শ্রেণীর সদস্যগণের তরবীয়তের ব্যাপারে নসিহত দান করেন এবং জামাতের সর্বাংগীন সাফল্যের পথে এগিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে পবিত্র চরিত্রগঠন ও ফিসাবিলিল্লাহ্ কোরবাণী দানের উপরে গুরুত্ব আরোপ করেন। (এই গুরুত্বপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতাটির রিপোর্ট আগামীতে প্রকাশ করা হইবে, ইনশাআল্লাহ)।

মহান খেলাফত দিবস উদযাপন

ঢাকা ২৮শে জুন : অদ্য দারুত তবলীগ মসজিদে মহান খেলাফত দিবস উদযাপন করা হয়। এক পবিত্র পরিবেশে উদযাপিত এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহতারম আমীর সাহেব (বাঃ আঃ আঃ)। ইসলামে খেলাফতের গুরুত্ব, মর্যাদা ও প্রয়োজনীয়তার বিভিন্ন দিকে আলোকপত করিয়া আলোচনা করেন সর্ব জনাব মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান এবং মৌলবী ওবায়দুর রহমান ভূঞা সাহেব। অতঃপর সভাপতির ভাষণে মহতারম আমীর সাহেব খেলাফতের প্রতি আনুগত্য এবং বর্তমান খেলাফতে সালেসার মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্পর্কে একটি রুহানী ও ইমান বর্ধক বক্তৃতা দান করেন। (নিজস্ব সংবাদদাতা)

জামাতে আহ্‌মদীয়ার চাঁদার বাজেট প্রণয়নের নিয়মাবলী

(১) যে নিজেকে আহ্‌মদী বলিয়া পরিচয় দেয় এমন কোন পুরুষ বা মহিলা, যিনি কিছু না কিছু আয় করেন, তাহার নাম যেন বাজেট হইতে বাদ না পড়ে। তেমনি বাজেট প্রণয়ন কালে এই শৃঙ্খলার প্রতিও যেন লক্ষ্য রাখা হয় যে, প্রথমে মুসী সাহেবদের নাম এবং শেষে গয়ের মুসী সাহেবদের নাম হইবে। মুসী সাহেবদের অসিয়ত নম্বর অবশ্যই যেন লিখা হয়।

(২) প্রত্যেক ব্যক্তির সঠিক আয় লিখিতে হইবে। কোন অবস্থাতেই বাজেটে আয় কম দেখানো যাইবে না এবং কোন ব্যক্তিকেই বাজেট বহির্ভূত রাখা যাইবে না। যদি কোন ব্যক্তি নিজের আয় জানাইতে অস্বীকার করে, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার আয়ের ব্যাপারে পূর্ণ অনুসন্ধান না মিলে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে তাহার আনুমানিক আয় লিখিতে হইবে।

(৩) প্রত্যেক প্রকারের চাঁদা পূর্ণহারে হিসাব করিয়া বাজেটে লিখিতে হইবে, অর্থাৎ হিস্যা আমদ বা অসিয়তের চাঁদা এক তৃতীয়াংশ হইতে এক দশমাংশ পর্যন্ত, চাঁদা আম ষোল ভাগের এক ভাগ হিসাবে, এবং জলসা সালানার চাঁদা মাসে মাসিক আয়ের দশ ভাগের এক ভাগ হিসাবে অথবা বাৎসরিক আয়ের এক শত বিশ ভাগের এক ভাগ হিসাবে।

যে ব্যক্তির জীবিকা শুধু তাহার সম্পত্তির উপর নির্বাহ হয়, তাহার জন্য শুধু সম্পত্তির হিস্যায়ে ওসিয়ত যথেষ্ট। আয়ের হিস্যা ওসিয়ত করার প্রয়োজন নাই। আয়ের উপর চাঁদায়ে-আম দিতে হইবে। এইরূপ আয় দ্বারা উৎপন্ন সম্পত্তির হিস্যায়ে ওসিয়ত আদায় করা ও জরুরী হইবে, যাহা হইতে নির্ধারিত ওসিয়তের পরিমান অনুযায়ী আয়ের অংশ প্রদত্ত হইয়াছে।

(৪) চাঁদার হার কমাইবার জন্য স্থানীয় জামাতের মজলিসে আমেলার সুপারিশসহ দরখাস্ত বাংলাদেশের জন্য বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া-এর মোহতরম জনাব আমীর সাহেবের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। মঞ্জুরী পাওয়ার পর স্থানীয় জামাত নির্ধারিত হারে দরখাস্তকারীর নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিবে।

(৫) বন্ধুগণের পূর্ণ ঠিকানা, যেখানে তাহাদের সহিত পত্রের আদান প্রদান করা যাইতে পারে এবং তাহাদের আয়ের উৎস, যথা —চাকুরী, ব্যবসা, ওকালতী, ডাক্তারী এবং কৃষিকার্য ইত্যাদি অবশ্যই বাজেটে উল্লেখ করিতে হইবে। যাহারা চাকুরী করেন, তাহাদের চাকুরীর পূর্ণ বিবরণ লিখিতে হইবে। তেমনি ভাবে যাহারা ব্যবসা করেন তাহাদের ব্যবসার পূর্ণ বিবরণ লিখিতে হইবে, যাহাতে তাহাদের আয় সঠিক ভাবে উপলব্ধি করা যায়।

এইভাবে প্রত্যেকেরই "আয়ের উৎস"-এর ঘরে এই ধরণের বিস্তারিত বিবরণ লিখিতে

হইবে, যাহা আয়ের অনুমান করিতে সহায়ক হয়। যে সকল বন্ধু ইনকাম ট্যাক্স দিয়া থাকেন বাজেট ফরমের শেষের ঘরে 'ইনকাম ট্যাক্স আদায় করেন' এই কথাটি লিখিতে হইবে।

(৬) কৃষক বন্ধুগণের আয়ের ব্যাপারে অনুমান করিবার জন্য সর্ব প্রকার ফসলের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে, উদাহরণ স্বরূপ ধান, পাট, ইক্ষু, গম, তূলা, যব, চা, তামাক, আলু, ডাইল, মরিচ ইত্যাদি। ইহাদের উৎপন্নের খরচ বাদ দিয়া আয়ের উপর চাঁদা দিতে হইবে। আম, কাঁঠাল, সুপারী ইত্যাদি বৃক্ষ হইতে যাহা বিক্রিত হয় তাহা হইতেও চাঁদা দিতে হইবে। তেমনি ভাবে গরু ছাগল ইত্যাদির ব্যবসায়ীগণ তাহাদের মুনাফার উপর চাঁদা দিবে। মৎসজীবিরাও বিক্রিত মৎসে মূল্যের উপর চাঁদা দিবে।

কোন কোন কর্মকর্তা কেবল মাত্র ধান বা গম উৎপাদনের উপর আয় নির্ধারণ করেন। যাহা ঠিক নহে। তেমনিভাবে কৃষক বন্ধুগণের জমীনের পরিমাণও বাজেট ফরমে লিখিতে হইবে এবং এই বিষয়ের উল্লেখ করিতে হইবে যে, ঐ ব্যক্তি কি উক্ত জমীনের মালিক বা বর্গাদার? মালিকের ক্ষেত্রে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিতে হইবে, যে তিনি কি নিজেই চাষাবাদ করেন অথবা বর্গাদার দ্বারা চাষাবাদ করান।

(৭) যদি কোন ব্যক্তির একাধিক আয়ের পথ থাকে তাহা হইলে প্রত্যেক আয়কে পৃথক পৃথক ভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৮) ক্যাম্প এলাউন্স, বিশেষ আঞ্চলিক এলাউন্স, কাঠ কয়লা এলাউন্স ব্যতিরেকে বাকী এলাউন্স (ভাতা) যেমন, মহার্ঘ ভাতা, বাড়ী ভাড়া ভাতা ইত্যাদির উপর চাঁদা ধরিতে হইবে। উক্ত সকল প্রকার আয় যোগ করিয়া সম্পুর্ণ আয় বাজেটে লিখিতে হইবে।

ইনকাম ট্যাক্স সর্বমোট আয় হইতে বাদ দিয়া বাজেটে দেখাইতে হইবে। এই ভাবে কৃষক বন্ধুদের আয় হইতে বীজের দাম, সারের খরচ ইত্যাদি বাদ দিতে হইবে।

কতক ব্যাবসায়ী বন্ধু নিজেদের আয় অথবা লাভের এক অংশ মূলধন বাড়াইবার নিমিত্ত পুনরায় নিজের ব্যাবসায়ে নিয়োজিত করেন এবং লাভের এই অংশ আয় হইতে বাদ দেওয়ার পর চাঁদা আদায় করিতে চাহেন। উল্লেখ থাকে যে, ইহা করা কখনই সমীচীন নহে। ব্যাবসা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে লাভের যে অংশ নিজের ব্যাবসায়ে নিয়োজিত করা হয়, উহাও সত্যিকারের আয় এবং উহার উপর চাঁদা নির্ধারিত হইবে।

(৯) বৃহৎ জামায়াতগুলিতে যেখানে চাঁদা দাতাগণের সংখ্যা চল্লিশের অধিক, সেখানে ব্যাবসায়ী এবং অন্যান্য পেশাধারী বন্ধুদের, যেমন, ডাক্তার, উকিল প্রমুখাত-এর আয়ের ব্যাপারে সঠিক অনুমান করিবার ভার একটি বিশেষ 'কমিটির' উপর ন্যস্ত করা উচিত। এই কমিটিতে ৩ জন সদস্য থাকিবে, দুইজন স্থানীয় জামায়াতের তরফ হইতে এবং একজন প্রতিনিধি নাযারতে বায়তুল মালের তরফ হইতে (বাংলাদেশের জন্য বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার

তরফ হইতে) নিযুক্ত হইবে। যদি এই কমিটি ১লা এপ্রিলের মধ্যে কাজ শেষ করিতে না পারে তাহা হইলে বাজেট প্রেরণে গৌণ করা উচিত নহে। বরং বাজেট সম্পূর্ণ করিয়া নেজারতে বায়তুল মালের নিকট (বাংলাদেশের জন্য বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নিকট) পাঠান উচিত। পরে এই কমিটির তথ্যানুসন্ধানের ফলে যে কমি বেশী পরিলক্ষিত হয়, ঐ অনুযায়ী বাজেট সংশোধণ করা যাইবে।

(১০) যদি কোন বন্ধুর আসল আয় বাজেটে দেখানো আয় হইতে কম বা বেশী হয়, তবে নাযারতে বায়তুল মালকে (বাংলাদেশে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়াকে) ঐ বিষয়ে অবহিত করা দরকার, যাহাতে জামায়াতের বাজেট কম বা বেশী করা যায়। আদায় সব সময় আসল আয় অনুযায়ী হওয়া দরকার। এই ব্যাপারটি না বুঝার দরুন কতক জামায়াত চাঁদা আদায়ে অনেক পিছনে পড়িয়া থাকে।

(১১) আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাদের কাজে বরকত দান করুন, আপনারাও বাজেট প্রণয়ন করিবার সময় দোয়ার মাধ্যমে কাজ করুন এবং জামায়াতের বন্ধুগণের মঙ্গলের জন্য দোয়া করিতে থাকুন।

নোটঃ—ইহা কখনও ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে যে জামায়াতের ঈমানের উন্নতি এবং কেন্দ্রীয় নিযামের দৃঢ়তার পরিবেষ্টন লাজেমী (অবশ্য-দেয়) চাঁদার পূর্ণ আদায়ের উপর নির্ভরশীল। লাজেমী চাঁদার উন্নতি ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নহে, যতক্ষণ পর্যন্ত স্থানীয় জামায়াতের বাজেটে সঠিক আয় বর্নিত না হয়। ফলকথা, সঠিক আয় নির্ধারণের বিষয় সর্বাধিক গুরুত্ব-বহনকারী।

খাকসার—অতিরিক্ত নাযের বায়তুল মাল (আয়), রবওয়া।

বিঃ দ্রঃ উপরোক্ত নিয়মাবলীর আলোকে বাংলাদেশের সকল স্থানীয় জামায়াতে-আহমদীয়াকে সঠিক বাজেট প্রণয়ন করিয়া সত্বর বাংলাদেশ মরকজ ৪নং বকসী বাজার রোডস্থ বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া, ঢাকায় পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। নাযারতে বায়তুল মালের নিয়ম অনুযায়ী পরবর্ত্তী সনের বাজেট চলতি সনের ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে কেন্দ্রে পৌঁছা আবশ্যকীয়।

(সেক্রেটারী মাল, ঢাকা আঞ্জুমানে আহমদীয়া কর্তৃক অনূদিত এবং বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া কর্তৃক প্রকাশিত)।

ভুল সংশোধন

গত সংখ্যায় একটি বিবাহের সংবাদে তারিখ এবং পাত্রের নাম ভুল লিখা হইয়াছে। শুদ্ধ নাম ও তারিখ নিম্নরূপ হইবে : তারিখঃ ১৬ই মার্চ, ১৯৭৫ইং, পাত্রের নামঃ জনাব খালেদ হুজ্জাতুল ইসলাম সাঈদ।

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস্ সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া স'ল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেস্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কোরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বেঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কোরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এবং তাহার সহিত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিড়িয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"—

(অর্থাৎ—"সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ")

(আইয়ামুস সুলেহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Ahmadiyya Art Press
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.